দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 05 2008
পৃষ্ঠা 9 কলাম 3

16

বর্ধিত ফি নিয়েই রাজশাহী ভার্সিটিতে আজ ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে

রাবি রিপোর্টার ঃ দু'দিন স্থগিত থাকার পর বর্ধিত হারে ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি দিয়েই আজ বুধবার থেকে আবার প্রথমবর্ষ ভর্তির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এদিকে কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই রাতের আঁধারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের ঘোষিত কর্মসূচী স্থগিত করায় দলের নেতাকর্মীসহ সর্বমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বর্ধিত ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি এবং মতিহার হলের স্থলে শেখ মুজিব হল নির্মাণের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে প্রায় সকল সংগঠন আন্দোলন করছে। এর প্রতিবাদে ছাত্রদল ৩১ মার্চ রাতে হঠাৎ করে তাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী বাতিল করে ২ এপ্রিল প্রশাসন ভবনে ধর্মঘট এবং ৩ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। সূত্র জানায়, এ কর্মসূচী ঘোষণার পর ১ এপ্রিল বিএনপিপন্থী বলে পরিচিত জনৈক শিক্ষক ছাত্রদলের ফ্রন্টে এসে এ কর্মসূচীর সাথে তার মতপার্থক্যের কথা পরোক্ষভাবে জানিয়ে বলেন, 'তোমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে অন্য কেউ যেন ফাঁয়দা লুটতে না পারে সেটি তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। সে লক্ষ্যেই প্রশাসন যদি কখনও আলোচনায় ডাকে তবেই তোমরা কর্মসূচী স্থগিত করবে।' ২ এপ্রিল রাতে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাথে ভিসি'র আলোচনা হয়। ভিসি এ সময় কোন আশ্বাস না দেয়া সত্ত্বেও ছাত্রদল তাদের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে বলে ছাত্রদলের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদলের সাথে আলোচনার পর ভর্তি কার্যক্রম ৩ ও ৪ এপ্রিল বন্ধ রাখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ওয়াজেদ আলীর সাথে গতকাল ফোনে আলাপকালে তিনি জানান, ভর্তি ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। তাই সিন্ডিকেটই এর হেরফের করতে পারে। তবে সিন্ডিকেটের সভা এখনও ডাকা হয়নি। তবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বর্ধিত ভর্তি ফি দিয়েই আজ বুধবার থেকে আবার ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এদিকে কোন আশ্বাস বা ফলাফল ছাড়াই ছাত্রদলের আন্দোলনের মাঠ ছেড়ে দেয়ায় নেতা-কর্মী, সমর্থক ও জনমনে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারা নেতাদের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বিভিন্ন মন্তব্যও ছুঁড়ে দিচ্ছেন। একটি হলের সভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, উৎকোচের গন্ধে সম্ভবত ছাত্রদল তাদের অবস্থান থেকে পিছু হটে এসেছে। এ অবস্থায় পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছে। তাই ভাবছি, এই আন্দোলনে অন্য কারও সাপোর্ট করব। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দের প্রতি এরূপ মন্তব্য দলীয় কর্মী, সমর্থক ও বিভিন্ন মহল থেকেও উচ্চারিত হচ্ছে।

এদিকে ভর্তি ফি বৃদ্ধি, মতিহার হলের স্থলে মুজিব হল নির্মাণের প্রতিবাদ এবং ৯ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে ছাত্র শিবির গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন সারওয়ার জাহান প্রিন্স, এমাজউদ্দীন মণ্ডল, হেলাল উদ্দীন, মীর নূরুল ইসলাম, ফিরোজ খান নূন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, ১০ বছর যাবৎ রাকসু নেই। প্রতিবছর ৪০ লাখ টাকা এ খাতে জমা হচ্ছে। সে টাকা কোথায় যাচ্ছে? চিকিৎসা, বাস, লাইব্রেরী, ডাইনিংসহ হাজারও সমস্যার সমাধান না করে ফি বাড়ানোর ষড়যন্ত্র ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না।